রবীন্দ্র, অজ্ঞাতজনের লহো নমস্কার

১ম পর্বঃ রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনা (২য় অংশ)

অজয় রায়

(১ম অংশের পর)

প্রাথমিক স্ন্তরে ইংরেজী ভাষা শেখানো ও রবীন্দ্র পদ্ধতি

ঠিক কোন বয়স থেকে শিশুদের ইংরেজী ভাষার সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত করা উচিত রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট করে বলেন নি। বাংলা সহজপাঠের সাথে যুগপৎভাবে শুরু" করা অথবা কয়েকটি পাঠ শেষে ইংরেজী শুরু" করা উচিত – এব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। যদিও সহজপাঠের ৪র্থ ভাগে অন্তর্ভুক্ত 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, "তোমাদেরই মতো তারাও ইংরেজি বাংলা অঙ্ক সংস্কৃত ইতিহাস ভুগোল, এমন-কি, বিজ্ঞানও পড়ত।" শান্তিনিকেতন চালু হয়েছিল ১৩০৮ সালে, আর এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৩৪৭ সালে, অর্থাৎ প্রায় ৩৯ বছর পরে। এখানে উদ্ধৃত বাক্যটিতে প্রথম দিকের ছাত্ররা কী পড়ত তার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সহজ পাঠের বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ সালের পরে, অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৯ বছর পরে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই অন্তর্বর্তীকালে কী ধরণের বই পড়ানো হত? এটি আজ সহজে জানবার উপায় নেই, রীতিমত গবেষণা করতে হবে শান্তিনিকেতনে থেকে। আন্দাজ করা যেতে পারে শিক্ষকরা মুখে মুখে পাঠ দিতেন এবং হয়তো তাদের রচিত বই ও পাঠ্যসুচী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হত। শান্তিনিকেতনে পড়ানোর রীতিটিই ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। কোন গৎবাঁধা ছাঁছ বা নিয়মনিষ্ঠ পদ্ধতি ও নির্ধারিত-নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকের পাশে আবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই ছাঁছেগড়া শিক্ষাপদ্ধতির বিরূদ্ধে ছিলেন আজীবন সো"চার। মস্কৌ ভ্রমন কালে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার যে বিপুল আয়োজন চলছিল এতে মুগ্ধ হয়ে সেসময় বলেছিলেনঃ

> "আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হ"ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পুর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত – ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পুর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হ"ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পুর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই

> যাতে যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম।"

তবুও তিনি এ্ ব্যবস্থায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল কোথায় যেন প্রাণের অভাব, কেমন যেন যান্ি¿ক যান্ি¿ক ঠেকে। এই প্রাণহীন যান্ি¿কতার দিকটি তাঁকে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করেছিল। আশঙ্কিত হয়েছিলেন পাছে না এ কারণেই এত মহা-আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন ঃ

> "এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে; গুর"তর গলদ আছে। সেজন্য একদিন এদেরও বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হ"ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে – কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনও টেঁকে না– সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আরষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"*

আমরা এই ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কালে শিক্ষার বাহন সম্স্লর্কে দু'চার কথা বলা যাক। এখন হয়তো ভাবতে অবাক লাগবে যে ইংরেজ ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে, একেবারেই নিম্নস্—র থেকে ইংরাজী ভাষাতেই পড়ানো শুর" হয়। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া সববিষয়ের বই ছিল ইংরাজী ভাষায় প্রণীত। এর ফলে সৃষ্ট মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষাবিস্—ার আর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারল না, শিক্ষা কুক্ষিগত হয়ে গেল উ"চবিত্তের মহলে ও চলে গেল সুবিধাভোগীদের দখলে । ইংরাজী শিক্ষার বাহন হওয়াতে এবং যেহেতু সব বিষয়ই ইংরাজী ভাষাতে পড়তে হবে, তাই শিক্ষাদানের একেবারে গোড়া থেকেই স্কুলে স্কুলে ইংরাজী শেখানোর মহাযজ্ঞ শুর" হল। ঐতিহ্যিক বাংলা পাঠশালাগুলোর গুর"ত্ব কমে গেল, কেবল অ"ছুত জনদের জন্য তা কোনক্রমে বেঁচে রইল। ফলে জনশিক্ষার পথ সেদিন অবর"দ্ধই হল না, উ"চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল সাধারণ মানুষের কোটি সন্—ান সন্—তিকে। ব্যাপক সুশিক্ষার অভাবে জনগণ নিপতিত হল অন্ধকারে, মনের বিকাশও ঘটল না ফলে প্রদীপ্ত ভারতবাসী হিসেবে অবির্ভূত হল না বিশ্বের দরবারে । বিশ্বমানব সমাজে সে এক কোণে লাজ অবনত শিরে, পশ্চাদপদ দীনহীন জনগণের প্রতীক হয়ে, দাঁড়িয়ে রইল।

---

* মস্কৌ, রাশিয়ার চিঠি, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮। স্মরণ করা যেতে পারে যে কবি ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই - ২৫শে সেপ্টেম্বর সোবিয়েৎ রাশিয়া ভ্রমন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত আমার বাল্যকালে ইংরাজী ভাষা ও ভাষা শেখার অবস্থান সম্স্লর্কে বলি। ছোট বেলাতেই মার কাছে বাংলা বর্ণ পরিচয় ও পড়তে-লিখতে পারা শিখেছি। আমার দিব্যি মনে আছে তিন বছর পুর্ণ হলে সরস্বতী পুজোর দিন মা আমাকে এক শীতের সকালে সরস্বতী দেবীকে অঞ্জলি প্রদান শেষে পুরোহিত মহোদয়ের হাত দিয়ে আমার হাতে খড়ি করিয়েছিলেন। মনে আছে সেদিন চক দিয়ে স্লেটের ওপর মা আমাকে দিয়ে কাঁচা হাতে আঁকাবাঁকাভাবে 'অ, আ, ই, ঈ, ... ১,২,৩ .. লিখিয়েছিলেন। হাতেখড়ির অগে কয়েকমাস ধরেই মার সাধনা চলছিল আমি যাতে অ আ ক খ .. .. আর ১,২,৩, .. ১০ অবধি লিখতে পারি। আমি তখন স্ব"ছন্দে যুক্তাক্ষরসহ অক্লেশে ছোট ছোট বাক্য পড়তে পারি। ঠাকুর মশায় আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন সংস্কৃত মন্ত্র উ"চারণ করে। এর এক বছর পরে পিতৃদেবের হাতে ইংরাজী পাঠ গ্রহণ শুর হয়। বাবা প্রথমেই বর্ণমালার সাথে আমার পরিচয় করান নি, তিনি সন্ধ্যেবেলা, বলা যায় রাতের বেলাতেই, মাদুর পেতে খোলা আকাশের নীচে বাংলায় যে সব শব্দ ব্যবহার করি দৈনন্দিন জীবনে সে সব শব্দের ইংরেজী বলতেন, আমি ও আমার ছোট বোন শুনতাম। এ ভাবেই চলেছিল শব্দপরিচিতির আমার সাধনা। পরদিন বাবা ধরতেন, না পারলে মৃদু বকতেন। পড়ার জন্য বাবার হাতে বকুনি ছারা মার খাই নি কোন দিন। তবে এর বড় একটা কারণ হয়তো আমার ভঙ্গুর ও দুর্বল শরীর। এর কিছু দিন পর শুর" হয়েছিল ছোট ছোট বাক্য রচনা, সবই মুখে মুখে – যেমন বাবা বলতেন 'আমি খাই', আমি যাই .. সাথে ইংরাজীতে বলে যেতেন। প্রায় ছ'মাস ধরে এ ধরণের সাধনা চলেছিল। অবশেষে এল বর্ণপরিচয়ের পালা ও ছোট ছোট ইংরাজী বই ও 'ওয়ার্ডবুক' (word book) সাথে পরিচয়। আমাদের কালে দু'ধরণের স্কুল চালু ছিল- 'Middle English School '(সংক্ষেপে এম ই স্কুল)। এখানে ১ম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্— পড়ানো হত, আর ছিল বাংলা স্কুল। নামে ইংলিশ স্কুল হলেও, ততদিনে সরকার বাহাদুরের নির্দেশে বাংলা মাধ্যমে পড়ানো এবং বাংলাতেই সব বিষয় পড়ানো শুর" হয়ে গিয়েছিল। দু'শ্রেণীর স্কুলের মধ্যে পার্থক্য কেবল এম ই স্কুলে ইংরাজী'র ওপর বেশ জোর দেয়া হত, আর বাংলা স্কুলে বাংলা ও সংস্কৃতের ওপর বেশ ভাল পাঠ্যসুচী ছিল, তুলনা মুলকভাবে সেখানে ইংরাজীর ওপর তেমন গুর"ত্ব ছিল না । আমি ৭ম শ্রেলীর আগে দেবনাগরী অক্ষর দেখিনি। আর আমার দাদা বাংলা স্কুলের ছাত্র হওয়াতে, পঞ্চম শ্রেণী থেকেই সংস্কৃত পড়ে পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদান প্রণালীর ঘোর বিরোধী, তিনি চাইতেন শুধু শিক্ষার প্রাথমিক স্—রেই নয়, সর্বো"চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বাহন অতি অবশ্য হতে হবে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা। তবে তিনি কোন সময়েই ভাষা হিসেবে স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ভাষা শেখানোর বিরোধিতা করেন নি। তিনি একথা জোর দিয়ে বলতেন যে, শুধু অন্য বিষয় নয় ইংরাজী ভাষাও, বিশেষ করে শিশুদের, শেখাতে হবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। এটিকেই আমরা বলে থাকি ইংরাজী

শিক্ষনের রবীন্দ্র পদ্ধতি। যদিও রবীন্দ্রনাথ চাইতেন যে ইংরাজী ভাষা শেখানো উচিত কিছুটা উঁচু ক্লাশ থেকে, অর্থাৎ বালকদের মননে কিছুটা পরিপক্কতা এলে, এবং বাংলাটা ভালভাবে রপ্ত করে নেবার পর। তাঁর ধারণা ছিল দুটি ভাষা একই সাথে শেখাতে গেলে কোন ভাষাই ভালভাবে রপ্ত করা যায় না। কিন্তু যুগের চাহিদায় ও অভিভাবকদের দাবীর কাছে তাঁকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি শেষ পর্যন্— ইংরাজী ভাষা পড়ানো চালু করেছিলেন শান্ি—নিকেতনে নীচের শ্রেণী থেকে। তবে একেবারে গোড়া থেকে নয়। কিন্তু তিনি শুরকারীদের জন্য এই বিদেশী ভাষাটিকে শেখানোর এক নতুন পদ্ধতি বা কৌশল চালু করেছিলেন, তা হল বাংলার মাধ্যমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষণ যে স্—র বা যে বয়স থেকেই তা শুর" করা যাক না কেন। তাঁর ধারণা ছিল ইংরাজি যখন শিখতেই হ'ছ তখন তা সহজ ও স্বাভাবিক প্রণালীতেই শেখানো উচিত, অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষাকে ব্যবহার করে, যাতে সহজেই শিক্ষার্থীর মনে প্রবেশ করা যায়। সমস্যা দেখা দিয়েছিল এ পদ্ধতিতে শেখানোর কোন বই ছিল না, যে সব বই পাওয়া যেত সবই ইংরাজী মাধ্যমে শেখানো রীতির ও ইংরাজ পরিবেশে প্রকৃতিতে লেখা। কবি নিজেই হাল ধরলেন, লিখে ফেললেন সহজ পদ্ধতিতে ইংরাজী ভাষা শেখার বেশ কয়েকটি সহজ ও আদর্শ পুস্ি—কা। প্রথম দিকে পাঠের জন্য রচিত হল দু'খণ্ডে 'ইংরেজি সোপান' ও 'ইংরেজি শ্র"তিশিক্ষা' (অর্থাৎ শুনে শুনে ইংরাজী শেখা), আর সবশেষে দু'ভাগে 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা'।

এটি আশ্চর্য ঠেকে যে 'সহজপাঠ ১ম ভাগ' লেখার অনেক আগেই তিনি ইংরেজি সহজ শিক্ষা বইটি লিখেছিলেন (১ম প্রকাশ ১৩১৬)। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে শান্ি—নিকেতনের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা ১৩১৬ সাল থেকে 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' বইটি পড়ান হত। বইটি পুনর্মুদ্রন হয় পৌষ ১৩৪৫ সালে। বইটি যে ভাবে শুর" হয়েছে এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই বইটি ধরবার আগে শিশুদের ইংরেজী বর্ণের সাথে শুধু ভাল পরিচয় নয়, বেশ কিছুটা রপ্তও হয়েছে। একটু উঁচু স্থান থেকেই শুর" হয়েছে বইটির বিষয়। অনুমান করি এই উঁচু স্থানে পৌছানোর জন্য শিশুরা ইংরেজীতে প্রথম পাঠ নিয়েছিল উল্লিখিত দুটি পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে।

'ইংরেজি সহজ শিক্ষা প্রথম ভাগ' বইটি তিনি শুর" করেছেন এভাবে ঃ

" বাংলা অর্থ সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে

The Man মানুষ big বড়ো

The boy ছেলে mad পাগল

The cat বিড়াল red লাল

The dog কুকুর bad খারাপ

.. .. ইত্যাদি।

লক্ষ্যনীয় যে এই পাঠের মধ্য দিয়ে শিশুদের বিশেষ্য ও বিশেষণের ধারণার সাথে পরিচয় ঘটানো হ'ছে – বাম দিকে বিশেষ্য ও ডানদিকে বিশেষণ শব্দ সারি সারি লেখা হয়েছে।

পুস—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে " শিক্ষক বাংলা শব্দটি বলিয়া তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ, ইংরেজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশ পাঠগৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্তী কোনো কোনো বস্তু নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরেজী নাম বলাইয়া লইবেন। .. .. " লেখক আর্টিকেল ব্যবহারের শিক্ষার ওপরও যথাযথ নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন শিক্ষককে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'শিক্ষক দেখিবেন যে, ছাত্র ইংরেজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে' ।এর পরপরই বিশেষ্য বিশেষণ যুক্ত ক'রে ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং আবারও বলেছেন, 'ইংরেজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে, তাহা দেখাইয়া দিবেন' – যেমন

The big man, the mad dog, the bad boy …

এভাবেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলেছেন, এবং শব্দ যোজন বৃদ্ধি করেছেন। বাংলা থেকে ইংরেজী করতে বলেছেন বিভিন্ন শব্দগু'ছর। নতুন নতুন বিশেষ্য শব্দের সাথে পুর্বপরিচিত বিশেষণ যোজনা করার কথা বলা হয়েছে। এভাবেই বইটির শিক্ষা প্রণালী অগ্রসর হয়েছে। কখনও ইংরেজী শব্দগু'ছর বাংলা করতে বলা হয়েছে, যেমন

the thin old man,
the red hot sun,
the soft warm hand

ক্রমেই একটি বস্তুর দুটি গুণবাচক শব্দগু'ছর প্রসংগ আনা হয়েছে ঃ খারাপ লাল কালি the bad red ink, বৃদ্ধ মোটা গাধা the old fat ass, পুরানো খারাপ কলম the old bad pen ইত্যাদি।

এর পরবর্তী স্—রের পাঠে ছাত্রকে বস্তুর গুণ নির্দেশ করে ছোট সরল বাক্য রচনার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং শিক্ষক নতুন নতুন বাক্য রচনায় ছাত্রদেও উৎসাহ জোগাবেন।

The man is big	The dog is mad
The cat is red	The boy is bad
The bed is wet	The mat is wet

ইত্যাদি ..

অতঃপর বাংলায় আমরা অনেক সময় একই কথা ঘুরিয়ে বা অন্যভাবে বলি তার কিছু উদাহরণ দিয়ে ছাত্রকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইংরেজী করার, অবশ্য শিক্ষকের সহায়তায়। যেমন ঃ

'নতুন মানুষ' > 'মানুষটি নতুন', খারাপ কলম > কলমটি খারাপ, মোটা ছেলে > ছেলেটি মোটা ।

এরপর প্রশ্নবোধক বাক্যের সাথে পরিচয় করানো হয়েছে শিক্ষার্থীকে। কোন কিছুকে দেখিয়ে ছাত্রকে প্রশ্ন করা হবে, যেমন কোন ছাত্রকে দেখিয়ে শিক্ষক অন্য একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করবেন 'Is the boy tall ?', কলম দেখিয়ে ' What is this ?', একটি বই দেখিয়ে ' Is the book thick ?' বলবেন – এভাবেই ইংরেজীতে প্রশ্ন করার বাক্যরীতির সাথে পরিচয় ঘটাবেন শিক্ষক। এ প্রসঙ্গেই 'what, which, who, where, when, …Where is Ram ? Where is the book' ব্যাবহারের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন বোধক বাক্যরচনা শিখতে থাকবে যেমন ঃ Where is Ram ? (রাম কোথায় ?), Where is the book (বইটি কেথায় ?)। এই পথ ধরেই তাদের শেখানো হয়েছে প্রশ্নের উত্তর দেবার রীতি, 'here, there .. ' ইত্যাদির ব্যবহার। যেমন উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন-উত্তর মুলক বাক্য দেয়া হয়েছে নমুনা স্বরূপ ঃ

ছাত্রকে	Is the dog mad ?
ছাত্র	Yes, the dog is mad.
অন্যকে	Who is mad ?
	The dog is mad.

What is the dog ?
The dog is mad.

Is not the dog mad ?
Yes, the dog is mad.

এভাবেই, বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করার রীতি ও তার জবাব দান শেখানো হতে থাকে। নেতিবাচক প্রশ্নোত্তরও শেখান হয়েছে উদাহরণের মাধ্যমে, যেমন ঃ

Is the boy bad ? No, the boy is not bad; Is the pen old ? No, the pen is not old, the pen is new; .. ইত্যাদি। এখানে বিপরীত বিশেষণের শব্দগু”ছর সাথে পরিচয় করানো হয়, এবং প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে এদের ব্যবহার শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ

Poor (দরিদ্র)	Rich (ধনী)
Small (ছোটো)	Big (বড়)
High (উচু)	Low (নীচু)
Pretty (সুন্দর)	Ugly (কুৎসিৎ)
Cool (ঠাণ্ডা)	Warm (গরম)
Short (খাটো)	Tall (লম্বা)

ইত্যাদি .. .. তার পরেই ব্যবহার দেখানো হয়েছে প্রশ্নোত্তরের নমুনা উদাহরণ ঃ ‘ ওং ঃযব ড়ষফ সধহ ৎরপয ? ঘড়, ঃযব ড়ষফ সধহ রং হড়ঃ ৎরপয, ঃযব ড়ষফ সধহ রং ঢ়ড়ড়ৎ ; ওং ঃযব ঃযরহ হড়ংব নরম ? ঘড়, ঃযব ঃযরহ হড়ংব রং হড়ঃ নরম, ঃযব ঃযরহ হড়ংব রং ংসধষষ.’। এর পরই কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে, উপরে প্রদত্ত মডেলের অনুসরনে উত্তর চাওয়া হয়েছে।

আমরা বাংলায় বলি ‘আমার একটি কলম আছে’ – অর্থাৎ অধিকার বা Possesiveness বোঝাতে ইংরেজী বাক্যে কী ভাবে has / have শব্দ ব্যবহার করা তা দেখানো হয়েছে, যেমনঃ The man has a dog; The boy has a book .. .. etc. এখানে প্রশ্নোত্তরের মাঝেও এর ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এসব উদাহরণে আর্টিকেল ‘a’রও ব্যাবহার শেখানো হয়েছে।

প্রথম ভাগে নেতিবাচক বা ‘Negative’ বাক্য রচনাও শেখানো হয়েছে - যেমন এটি বেড়াল নয় ওঃ রং হড়ঃ ধ পধঃ; ওঃ রং হড়ঃ ধ যড়ৎংব এবং ‘there is’ এর ব্যবহারও এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। উদাহরণ –

There is a cat
There is no cat

There is a pen
There is no pen ..

ইত্যাদি। এরপর শেখানো হ”ছ ‘রহ’ এর বা অধিকরণের ব্যবহার। বাংলায় যেমন আমরা বলি ঘরেতে, মেঝেতে, বাক্সে, বইতে, বিছানাতে, মাথায়, ... ‘ The sun is in the sky, The cup is in the bag, There is no water in the well ..’

আমরা বাংলায় ‘ছাদের উপর’, ‘পাহাড়ের উপর’, ‘চেয়ারের উপর’, ‘গাছের উপর’ .. ব্যবহার করে থাকি, ইংরেজীতে ‘on’ preposition ব্যবহার করে এই বাক্যরীতি দেখানো হয়েছে। উদাহরণ – ‘on the roof, on the hill … ’। ছোট ছোট নানা ধরণের বাক্যের উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পর এসেছে ‘of’ এর ব্যবহার। আমরা বাংলায় বলে থাকি বাড়ির ছাদ, বাগানের গাছ, গর“র শিং .. ইংরেজীতে তা প্রকাশ করা হয় এভাবে ঃ ‘The roof of the house, The tree of the garden, The horn of the cow … .. ’ অনেক উদাহরণ, অনেক ‘বীবৎপরংব’ দেয়া হয়েছে অনুশীলনের জন্য। এরপর এসেছে ‘Plural’ বা বহুবচন প্রসঙ্গ। অনেক উদাহরণ ও বহুবচন শব্দ এসেছে এ সব শেখাতে। সবশেষে একটি নাতিদীর্ঘ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এমন একটি শব্দমালা, বাক্যরচনা কালে কাজে লাগবে সন্নিবিষ্ট।

পুস্তি—কাটির ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন্ ঃ

> “মুখস্ত— করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বার বার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে, ইহাই লেখকের

অভিপ্রায়। .. .. যে রীতি অনুসরণ করিয়া লেখক একদা কোনো ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যে অনেকটা ইংরেজি শিখাইতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।"*

ব্ইটির শেষ পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল বাংলা ভাদ্র ১৪১১ সালে।

৫২টি পাঠ (খবংড়হ) সম্বলিত 'ইংরেজি সহজ পাঠ, দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয় বাংলা চৈত্র ১৩৩৬ সালে, ইংরেজীতে উ"চতর পাঠ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথম পাঠে কতিপয় ইতিবাচক বাক্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করে প্রশ্ন করে উত্তর পেতে চেষ্টা করবেন। যেমন 'The boy reads. ' প্রশ্ন ' Who reads ?' ইত্যাদি। এর পর প্রথম ও দ্বিতীয় পুর"ষ নিয়ে বাক্য রচনা ও সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন এবং উত্তর দেয়া নেয়া চলবে ঃ ' I sit, You stand, We play, It bites …. '।

২য় পাঠে 'present continuous' চলমান বর্তমানকাল বোঝানো হয়েছে। যেমন – 'ছেলেটি পড়িতেছে The boy is reading; মেয়েটি রাঁধিতেছে The girl is cooking; শিশুটি পান করিতেছে The child is drinking; .. ইত্যাদি। রবীন্দ্র পদ্ধতির বিশেষত্ব হল একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করলে এর সাথে আগে শিখে আসা পাঠগুলো একবার করে ঝালিয়ে নেয়া আর শিক্ষার্থীকে দিয়ে বার বার করিয়ে নেয়া। একবার ইংরেজী করতে বলা হয়, আবার ইংরেজী থেকে বাংলা করার পাঠ দেয়া হয়, আর এভাবেই শিখন কার্যক্রমটি অগ্রসর হতে থাকে। যেমন বলা হ"ছ ঃ

The boy is reading – ছেলেটি পড়িতেছে; এর পরই প্রশ্ন করা হ"ছ -
Who is reading ?

এবং আশা করা হ"ছ শিক্ষার্থী উত্তরে বলবে, ' The boy is reading'

Gopal is selling – গোপাল বিক্রয় করিতেছে
Who is selling ?

* এই কোনো ছাত্রটি সম্ভবতঃ কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিলাইদহে থাকা কালে, রবীন্দ্রনাথ কুঠি বাড়ীতেই ছোট ছোট বালক বালিকাদের নিয়ে একটি প্রাথমিক স্কুল খুলেছিলেন। আশে পাশের গ্রাম থেকে আসা কয়েকটি ছেলেমেয়ের সাথে রথীন্দ্রও ছিল এ স্কুলের ছাত্র। নানা বিষয় পড়ানোর জন্য বেশ ক'জন মাষ্টারমশাই নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইংরেজি তিনি নিজেই পড়াতেন কাজের আর লেখার ফাঁকে ফাঁকে, কথিত প্রণালী সেখানেই প্রাথমিক রূপ পায়।

Hari is buying – হরি কিনিতেছে
Who is buying ?

ইত্যাদি । এভাবেই ৭ম পাঠ পর্যন্— প্রশ্নোত্তর, নেতিবাচক বাক্য ও প্রশ্ন গঠন প্রক্রিয়া সরল থেকে ক্রমশ জটিল বাক্যে যাওয়ার চেষ্টা। যেমন ৭ম পাঠে অনেকগুলো ইতিবাচক বর্তমান কালের বাক্য দেয়া হয়েছে। পরে এগুলোর প্রশ্নবোধক, 'present continuous' আকারে, নেতিবাচক ও নেতিবাচক প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্—রের কথা বলা হয়েছে। এগুলো শিক্ষক ক্লাশে বোর্ডে লিখে অনুশীলন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বইটিতি। যেমন বইটিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে "ইহার উত্তর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উল্টররূপে হইবে। প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি নেতিবাচক করা হইলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বাক্যই শিক্ষার্থীর সামনে লিখিয়া রাখিতে হইবে। যেমন উদাহরণত 'The boy reads' এধরণের একটি বাক্য লিখে এর প্রশ্নবোধক, এর চলমান বর্তমানকাল রূপ এর নেতিবাচক এবং এবং এর নেতিবাচক প্রশ্নবোধক রূপ দেখান হয়েছে; পরে এসব প্রশ্নের (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) উত্তর আদায় করার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ দিলে পদ্ধতিটি স্স্লষ্ট হবে।

The servant closes the doors. (এই সরল বাক্যটি লেখা হবে বোর্ডে; এটি বর্তমান কালবাচক বাক্য: present indefinite)

Does the servant close the doors ? (প্রশ্নবোধকে রূপান্—র করা হল)
Does not the servant close the doors (নেতিবাচক প্রশ্নবোধকে রূপান্—র করা হল)

এ প্রশ্ন দু'টির উত্তর এভাবে শিক্ষক বোর্ডে পাশাপাশি লিখে দেখাবেন।

Yes, the servant closes the doors. (১ম প্রশ্নের উত্তর)
No, the servant does not close the doors. (২য় প্রশ্নের উত্তর)

The servant is closing the door (চলমান বর্তমান কাল চৎবংবহঃ পড়হঃরহঁড়ঁং)
Is the servant closing the doors ? (এর প্রশ্নবোধক রূপ)
Is not the servant closing the doors ? (নেতিবাচক প্রশ্নবোধক)

এ প্রশ্ন দু'টির উত্তর এভাবে শিক্ষক বোর্ডে পাশাপাশি লিখে দেখাবেন।

Yes, the servant is closing the doors. (১ম প্রশ্নের উত্তর)
No, the servant is not closing the doors. (২য় প্রশ্নের উত্তর)

এর পর ' to'র ব্যবহার দেখান হয়েছে উদাহরণের সাহায্যে। এগুলিকে ইংরেজীতে বলা হয় ঢ়ৎবঢ়ড়ংরঃরড়হ। এবং এদের সঠিক ব্যবহার বেশ কঠিন। আমরা বাংলায় বলে থাকি, 'অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আস' - এর ইংরেজী করি ' Please, come to me'। বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে বাক্যগুলোর বাংলায় অনুবাদ করতে বলা হয়েছে ঃ

গধফযঁ পড়সবং ঃড় সু ৎড়ড়স
ঔধফঁ ৎিরঃবং ঃড় যরং ভধঃযবৎ.
ঞযব ষড়ঃঁং ড়ঢ়বহং ঃড় ঃযব ংশু.

আবার এদের চলমান বর্তমানকালে রূপান্—রিত ক'রে রূপানাতরিত বাক্যগুলোর অনুবাদ করতে বলা হয়েছে, যেমন 'The lotus is opening to the sun.'।

৯ম পাঠে ' অফাবৎন' এর ধারণার সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি 'ক্রিয়া বিশেষণ'। বেশ কয়েকটি সদা ব্যবহৃত শব্দ উল্লেখ করে, এদের ব্যবাহারের নমুনা বাক্য দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করতে বলা হয়েছে ঃ

Greedily	লুব্ধভাবে
Loudly	উ"চস্বরে
Slowly	ধীরে
Swiftly	দ্র"তবেগে
বা	
Quickly	

ইত্যাদি .. ..

The dog barks angrily
The boy laughs loudly
The girl writes slowly

… …

The star shines brightly

এসব বাক্যের বাংলায় অনুবাদ করতে বলা হয়েছে। ১০ম পাঠে আমরা যাকে বলি 'নিত্য বর্তমানকাল', অর্থাৎ সে স্কুলে যায় বা সে স্কুলে যাইয়া থকে, সুর্য পুর্বদিকে উদিত হয় বা সুর্য পুর্ব দিকে উদিত হইয়া থাকে, এ ধরণের ক্রিয়া বুঝাতে ইংরেজীর বাক্যবিন্যাস ' present indefinite' র মতই হয়ে থাকে, যেমন 'The boy goes to school' এই বাক্যটি দিয়ে বাংলায় 'বালকটি স্কুলে যাইতেছে' যেমন বোঝায়, তেমনি 'বালকটি স্কুলে গিয়া থাকে' তাও বোঝায়। এধরণের আরও কতিপয় বাক্য দিয়ে এদের অনুবাদ করতে বলা হয়েছে। যেমন নমুনা স্বরূপ 'I go to Darjeeling every summer '।

পরবর্তী পাঠে ' preposition' এর ব্যবহার শেখানের চেষ্টা হয়েছে। কিছু বাংলা বাক্য দিয়ে ইংরেজীতে অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদের ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে ঃ দৃষ্টান্—

মালতী কুটিরে বাস করে। (in)
তার মেয়ে জনালায় বসে। (at)
তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসেন। (on)
ফল মাটিতে পড়ে। (on)
তারা আকাশে ওঠে। (in) ইত্যাদি ...।

বহুবচন শেখানো হয়েছে ১৩শ পাঠে, যেমন girls, beggars, servants, cows, ... We, they, you .. .. । অতীতকাল, চলমান অতীতকাল, নিত্য অতীতকালের পাঠ দেয়া হয়েছে ১৬শ পাঠে। যেমন, যথাক্রমে 'I did this, I was doing this, I used to this .. .. '। আরও preposition †hgb Ôto, into, from, with, for ..' ইত্যাদির পাঠ দেয়া হয়েছে ২৫, ২৮, ৩২, ৩৫, ৩৮ পাঠগুলোতে, যেমন – The peasants goes to the filed; The frog jumps into the well; The boy pluvks the fruit from the tree; The potter makes a cup with clay; The milkman sells milk for money .. .. ।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে ৪৬তম পাঠে। আমরা বাংলায় বলি – 'ও চেয়ারে বসে পড়ছে, মেয়েটি কেঁদে কেঁদে মার কাছে যায় .. ইত্যদি; বসে, কেঁদে কেঁদে এগুলো অসমাপিকা

ক্রিয়া, আর পড়ছে, যায় এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া। ইংরেজীতে উদাহরণ বাক্য দিয়ে এদের অনুবাদ করতে বলা হয়েছে। যেমন –

> The gentleman, coming into the room, shuts the door.
> The child, falling into the mud, began to cry.
> ..
> The beggar came to beg, singing. Etc. .

এখানে 'ঈড়সরহম, ভধষষরহম, ংরহমরহম' হল পড়সব, ভধষষ, ংরহম ক্রিয়ার অসমাপ্ত রূপ, ইংরেজীতে বলা হয় ' রহপড়সঢ়ষবঃব াবৎন'।

চবৎভবপঃ ঃবহংব এর ব্যবহারের অনুশীলন করা হয়েছে ৪৯তম পাঠে। আবারও ইংরেজী বাক্যকে বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। যেমন, The boy has eaten his dinner; I have done my work ; … । ৫০ ও ৫২তম পাঠে ' let, can' এই দু'টি ' auxiliary ' বা সহযোগী ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখান হয়েছে। যেমন - ' Let me read now; Let Madhu go .. ' আবার উল্টোটাও করানো হয়েছে, যেমন 'রাম তাহার ভ্রাতার সহিত যাক; ঐ ছবিখানা দেখা যাক; .. ' এ ধরণের বক্যের ইংরেজী অনুবাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি ইংরেজী বাক্যের বাংলা করতে বলা হয়েছে, যেমন ঃ ' Fish can swim in the water; Birds can fly in the air; … .' আবার উল্টোটাও করান হয়েছে।

বইটির শেষে ক, খ দু'টি পরিশিষ্ট সন্নিবেশ করা হয়েছে। ক পরিশিষ্টে প্রত্যেকটি পাঠের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য ভাষায় উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতভাবে পড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে ৩নং পাঠের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

> "ব্ল্যাকবোর্ডে প্রথমে বাংলা বাক্যটি লিখিতে হইবে (ছলেটি বই পড়ে)। অনুবাদ করানো হইলে ইংরেজি বাক্যটিও (ঞযব নড়ু ৎবধফং.) লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইবে। ' What does the boy do ? ' – ইহার উত্তরে ' The boy reads.', এবং ' What does he read ?' – ইহার উত্তরে ' He reads the book.' – এই প্রকার অভ্যাস করাইতে হইবে।"

পরিশিষ্ট খ'এ প্রথমে বিভিন্ন প্রসঙ্গের পরস্স্পর সংলগ্ন ইংরেজী শব্দমালা সন্বিবিষ্ট। এর পরে ছোট ছোট কয়েকটি বাংলা চিঠি ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছে। কবিতার আকারে লেখা একটি

নাতিদীর্ঘ বাংলা লেখার ইংরেজী রূপান্—র করার অনুশীলন, যেমন কবিতাটির প্রথম দু'তিনটি লাইন ঃ

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ !
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে ?

.. ..

সবশেষে তিনটি বাংলা গদ্যাংশ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতে দিয়েছে অনুশীলন হিসেবে। নমুনা স্বরূপ শেষ গদ্যাংশটির প্রথম কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করা যাক ঃ

"যদু, আর সব কোথায় ? তারা সব তৈরি ? এসো, মালগুলি গাড়িতে ওঠানো যাক। গাড়োয়ানকে ডাকো। ... ... "।

বলা বাহুল্য যে, ইংরেজী সহজ শিক্ষা ২য় ভাগটি পড়া শেষ হলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে রপ্ত হয়ে উঠবে, আর অনায়াসে শুদ্ধ ও সুন্দর ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারবে।

একেবারে নীচের ক্লাশের উপযোগী প্রথম দিকে পাঠের জন্য রচিত 'ইংরেজি সোপান' (দু'খণ্ডে) ও 'ইংরেজি শ্র"তি শিক্ষা' (অর্থাৎ শুনে শুনে ইংরাজী শেখা), পুস্—কা দুটি আমি জোগার করতে পারি নি, তাই এ দুটি বই সম্স্লর্কে আলোচনা সম্ভব হল না। তবে এ দুটি বই প্রসঙ্গে আমরা শ্রী প্রবোধ চন্দ্র মহাশয়ের 'অবলোকন' উল্লেক করতে পারি। তিনি রবীন্দ্র পদ্ধতি সম্স্লর্কে মন্—ব্য করেছেন ঃ

> " .. .. কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শেখাবার প্রণালীটা দিলেন বদলে, বাংলাকেই করলেন তার বাহন। কেননা, ইংরেজি যখন শিখাতেই হবে তখন সহজ স্বাভাবিক প্রণালীতেই শেখানো উচিত। কিন্তু বাংলাভাষার যোগে ইংরেজি শেখাবার উপযোগী বই তখন ছিল না। এজন্যই তাঁকে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষার্থীদের উপযোগী বেশ কয়েকখানি পাঠ্যপুস্—কও লিখতে হয়েছিল। .. .. যে বয়সেই ইংরেজি শেখা আরম্ভ হক এই প্রণালীতে শেখালেই ইংরেজি ভাষা সহজে ও স্বল্প সময়ে আয়ত্ব করা যাবে। আমিও তাই মনে করি। বস্তুতঃ আমি আমার বড় দুই কন্যাকে ইংরেজি শেখাতে শুর" করেছিলাম 'ইংরেজি সোপান'(দুই খণ্ড) ও 'ইংরেজি

শ্র"তিশিক্ষা' বই দিয়েই। তাতে সুফল পেতে দেরী হয় নি। এজন্যই আমি মনে করি 'ইংরেজি সোপান' প্রভৃতি সবগুলি বই পুনঃ-প্রকাশিত হওয়া এবং অনুরূপ আরও নুতন নুতন বই রচিত হওয়া উচিত দেশের শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ... "।[*]

১ম পর্ব ২য় অংশ সমাপ্ত
(চলবে)

[*] রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্—া, প্রবোধ চন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্—ক পর্ষদ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯১।